মঞ্জুর হাতেই শেষ খেলা

হাসিনা কিংবা খালেদার মধ্যে কেউ পরবর্তী সরকার গঠন করবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য তাদেরকে আসতে হবে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর কাছে। আশির দশকে রাজনীতিতে প্রবেশ করে জাতীয় পার্টির একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধিত্ব করলেও আগামী নির্বাচনে তিনিই হবেন ট্রাম্পকার্ড। বুদ্ধি দিয়েই তিনি হয়েছেন এই ঐক্যমতের সরকারের মন্ত্রী। আগামী সরকার গঠনের খেলায় তিনিই হবেন মূল খেলোয়াড় ...

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **গোলাম মোর্তোজা**

'আজকের সবচেয়ে বড় গুজব কোনটা?' আকস্মিকভাবে প্রশ্ন করলেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে আমাকেই প্রশ্ন শুরু করতে হয়। প্রথমেই এমন প্রশ্নের মুখে সাধারণত পড়তে হয় না।

বললাম, আপনার জাতীয় পার্টি এরশাদের সঙ্গে আবার এক হচ্ছে। বাতাসে তো এমন গুঞ্জনই শুনতে পাচ্ছি। তা ব্যাপারটা গুজব না সত্যি জানতেই আপনার কাছে এলাম।

'কার সঙ্গে ঐক্য? আদালতের রায়ে যিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, যিনি সংসদ সদস্য পদ হারিয়েছেন...'

মোবাইল বেজে উঠল। ফোন এসেছে বিবিসি'র ঢাকা অফিস থেকে। কথা শুনে বুঝলাম প্রশ্ন একই, এরশাদের সঙ্গে যোগ দেয়া না দেয়ার বিষয়...।

সেদিন ছিল ১১ এপ্রিল। বিরোধীদলের ডাকা ৭২ ঘন্টার হরতালের শেষ দিন। সকাল থেকেই যোগাযোগের চেষ্টা করছিলাম। সংসদের অধিবেশন থাকায় শেষ পর্যন্ত মোবাইলে সংযোগ পেলাম দুপুরের পর। সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ উঠতেই বললেন, *'আপনি এখন কোথায়?'*

ইস্কাটনে, সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে।

'সচিবালয়ে চলে আসেন, আড্ডা দেই।'

হাজির হলাম সচিবালয়ে। জাতীয় পার্টির এক হওয়া, হরতাল, ঘুষ, দুর্নীতি নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। সেই আলোচনায় যোগ দিলেন জাতীয় পার্টির (মি-ম) যুগ্ম মহাসচিব সাদেক সিদ্দিকী ও এক সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত চরিত্র এবং বর্তমানের এমপি গোলাম ফারুক অভি।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু– বাংলাদেশের রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে পরিণত হয়েছেন তিনি। স্বৈরাচার এরশাদের হাত ধরে তার রাজনীতিতে প্রবেশ। তিনি ছিলেন এরশাদ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। এরশাদের পতনের পরের সময়টা খারাপ কেটেছে। পালিয়ে থেকেছেন কিছুদিন। খালেদা জিয়া সরকারের হাতে ধরা পড়েছেন, জেল খেটেছেন। জেলে তাকে বেশিদিন রাখা যায়নি। অল্পদিনেই বেরিয়ে

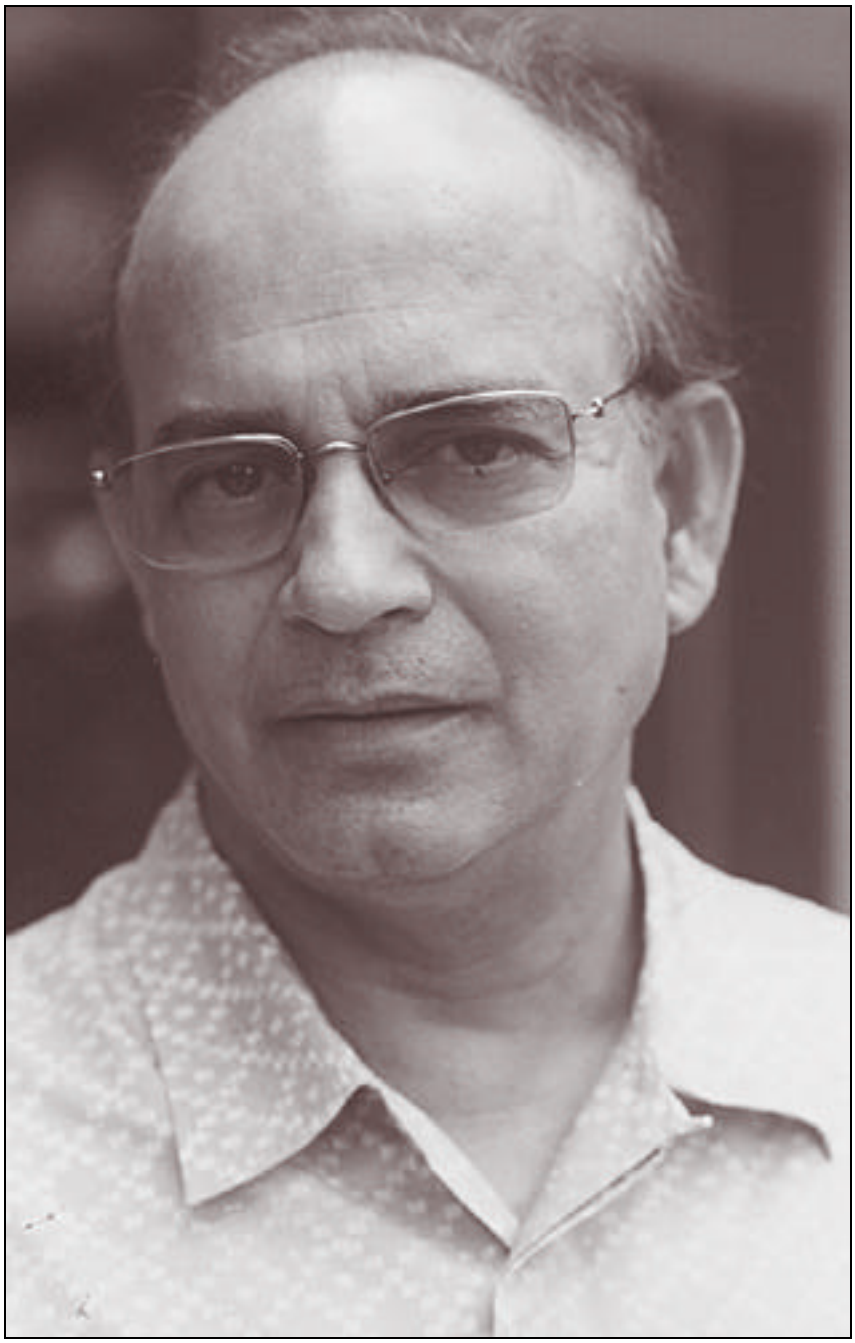

এসেছেন। তারপরও অনেকেই ধারণা করেছিল তার রাজনীতির পাঠ সম্ভবত এখানেই সমাপ্ত। '৯১-এ জেলে থেকে নির্বাচন করেন ঝালকাঠি-১ আসন থেকে। বেশ বড় ব্যবধানে বিজয়ী হন। '৯৬-এও এলাকার মানুষ ভোট দিয়ে দু'টি আসনে নির্বাচিত করে তাকে। এলাকার মানুষ কেন তাকে ভোট দেয়? কেন তিনি জনপ্রিয়?

'এলাকায় যান। সাধারণ মানুষকে প্রশ্ন করেন- কেন মঞ্জুকে ভোট দেন আপনারা? সে ছোট পার্টি করে, সিট পেয়েছে মাত্র ৩২টি। সরকার গঠন করবে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি। তাদেরকে বাদ দিয়ে মঞ্জুকে কেন ভোট দেন? জনগণ কী বলবে জানেন? বলবে, ও (মঞ্জু) যে চালাক, সরকার যে-ই গঠন করুক, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু আবার ঠিকই মন্ত্রী অইয়া যাইবে।'

ভান্ডারিয়ার এক কৃষক মঞ্জু সম্পর্কে গল্পটি বললেন এভাবেই।

তার কাছের মানুষেরা এই গল্পের সঙ্গে পরিচিত। বাস্তবতাই এই গল্পের ভিত্তি। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু নিজেও মনে করেন, তিনি মন্ত্রী হয়েছেন বুদ্ধি দিয়ে। এরশাদ তখন জেলে। সরকার গঠন করার প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে ধরনা দিচ্ছে বিএনপি, আওয়ামী লীগ উভয়েই। কারণ এরশাদের ৩২টি আসনের সমর্থন ছাড়া কারো পক্ষেই সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। মাত্র ৩২টি আসন নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন এরশাদ। এরশাদ জেলে, আর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। বলা হয়ে থাকে ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ যে আবার ক্ষমতায় আসতে পেরেছে, তার অনেকখানি কৃতিত্ব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর। ট্রাম্পকার্ড হিসেবে আবির্ভূত হন মঞ্জু। এরশাদের বিএনপি'র দিকে যাওয়ার প্রবল ঝোঁক থাকলেও মঞ্জুই তাকে সে পথ থেকে ফেরায়। মঞ্জুর প্রভাবেই জাতীয় পার্টি সমর্থন করে আওয়ামী লীগকে। ক্ষমতার সিঁড়ি থেকে ছিটকে পড়ে বিএনপি। জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। সেই সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু।

তখন থেকেই বলা হতে থাকে বাংলাদেশের রাজনীতির 'ট্রাম্পকার্ড' আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। যে সময় আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে 'ট্রাম্পকার্ড' হিসেবে ভাবা হয়েছিল, তখন জাতীয় পার্টি ছিল এক সঙ্গে। এখন জাতীয় পার্টি ভেঙে দু'তিন টুকরো হয়েছে। এক অংশের প্রতিনিধিত্ব করছেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। ৩২ জন এমপি'র মধ্যে তার সঙ্গে রয়েছেন ১২ জন। রাজনীতির হিসেব বলছে আগামী নির্বাচনের পরও সরকার গঠনের সময় 'ট্রাম্পকার্ড' হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ থাকবেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। প্রশ্ন হলো নির্বাচনে মঞ্জুর দল আসন পাবে কয়টি? আগামী নির্বাচনে তিনটি থেকে পাঁচটির মতো আসন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার দলের। অন্য ৭টি আসনে মঞ্জুর জাতীয় পার্টির অবস্থা কী হবে, সেটা এখনি বলা কঠিন। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সঙ্গে যদি কিছু একটা সমঝোতা করতে পারে তাহলে আরো কিছু আসন পেলেও পেতে পারে। এই সামান্য ক'টি আসন যদি একটি দল পায়, তাহলে তিনি কী করে রাজনীতিতে এতটা গুরুত্বপূর্ণ হন? সরকার গঠনে ট্রাম্পকার্ড হন কী করে তিনি?

'আমার তো সবকিছু নিয়েই সন্দেহ। এমন কী আমার জন্ম তারিখ নিয়েও আমার মনে একটা সন্দেহ আছে'

এই প্রশ্নের উত্তরে 'না' সূচক জবাব দেয়ার সুযোগ কম। উত্তর 'হ্যাঁ' সূচক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

জনশ্রুতি আছে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর মন্ত্রিত্বই এরশাদের '৯৬-এ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কারণ। তারপর অনেক ঘটনা। এরশাদের সঙ্গে বিরোধ। দল ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া, পানি ঘোলা হয়েছে অনেক। এরশাদ আবার জেলে গেছেন, সংসদ সদস্য পদ হারিয়েছেন এবং জেল থেকে বেরিয়েও এসেছেন। নাজিউর রহমান মঞ্জুর নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি (এ) আরো এক টুকরো হয়েছে। যে নাজিউর রহমান মঞ্জুর ছিল এরশাদের 'মহাজন' হিসেবে পরিচিত সেও এরশাদকে ছেড়ে চলে গেছে। এই অবস্থায় জেল থেকে বেরিয়েই এরশাদ ফোন করেছেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে। সাংবাদিকদের বলেছেন, 'নাজিউর নয়, মঞ্জুকে চাই।'

তখন থেকেই কথা উঠেছে এরশাদ-মঞ্জু এক হওয়ার। যদিও কেউই এ বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলছেন না। দু'জনের মধ্যে দূরত্ব এখনো অনেক। সবকিছুই রয়েছে ধোয়াশার মধ্যে। তারপরও রাজনীতির বাস্তবতা অনুযায়ী এরশাদ-মঞ্জু ঐক্যের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। বরং প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে দু' জাতীয় পার্টির এক হওয়ার। জানা যায় মিজান চৌধুরী এবং আনোয়ার হোসেন মঞ্জু দু'জনেই এরশাদের সঙ্গে ঐক্য করার বিষয়ে প্রকাশ্যে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। তাদের দলের কোনো কোনো নেতা অবশ্য ঐক্যের পক্ষে। এরশাদ যখন ফোন করেছেন, মঞ্জু তখন খুব একটা উৎসাহ দেখাননি। মঞ্জু হয়তো ভাবছেন যত সময় যাবে এরশাদ তত নরম হবে। সে কারণে এরশাদের সঙ্গে ঐক্য হবে না এমন কথাও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলছেন না। উভয়ের স্বার্থই উভয়কে একত্রিত করতে পারে।

বর্তমানে এরশাদের সঙ্গে রয়েছেন ২০ জন এমপি। আগামী নির্বাচনে এরশাদ নিজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে তিনি নির্বাচন করার যোগ্যতা হারিয়েছেন। এরশাদ নির্বাচন করতে না পারলেও তার অংশের জাতীয় পার্টির ১০ থেকে ১৫টি আসন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে এরশাদ-মঞ্জু জাতীয় পার্টি মোট আসন পাবে ১৫ থেকে ২০টি। ফলাফল এমন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদি তারা ভিন্ন প্রতীক নিয়ে আলাদা আলাদা নির্বাচন করে। আর যদি লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে একত্রে নির্বাচন করে তাহলে ফলাফল আরো ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যত বেশি আসন পাবে, তারা দু'জনেই রাজনীতিতে তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবেন। কারণ আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি কারোরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে জাতীয় পার্টি ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দল জামায়াতে ইসলামী। জামায়াতে ইসলামী আসন ৩টি পাক আর ১৩টি পাক, তাদের সমর্থন আওয়ামী লীগের পক্ষে আসার সম্ভাবনা নেই। কারণ জামায়াতের নেতা-কর্মীরা মনে করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্য করে খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিয়ে জামায়াত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগ জামায়াতকে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করেছে, প্রয়োজন ফুরোলে ছুঁড়ে ফেলেছে। আসন ১৮টি থেকে ৩টিতে নেমেছে। তাই জামায়াতের সমর্থন বিএনপি'র পক্ষে থাকবে এটা অংক না কষেই বলা যায়।

সরকার গঠনের জন্যে আওয়ামী লীগেরও প্রয়োজন হবে অন্য দলের সমর্থন। এক্ষেত্রে

জাতীয় পার্টি ছাড়া বিকল্প থাকবে না। তবে এর জন্যে জাতীয় পার্টির প্রয়োজন হবে পনেরো বিশটি আসন। এককভাবে এরশাদ-মঞ্জু কারো পক্ষেই যা সম্ভব নয়। মামলা সংক্রান্ত জটিলতায় যে সরকার গঠন করবে এরশাদকে থাকতে হবে তার সঙ্গেই। আবার শুধুমাত্র এরশাদের পাওয়া আসনের সমর্থনেই সরকার গঠন করাও সম্ভব হবে না। সরকার গঠনের জন্যে প্রয়োজন হবে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর অল্প ক'টি আসনের। এই নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার প্রয়োজনেই এরশাদ-মঞ্জুর একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরকম একটি সমীকরণের ওপর এখন দাঁড়িয়ে আছেন এরশাদ-আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। তাই শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাদের ঐক্য হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। জাতীয় পার্টির নাজিউর রহমান মঞ্জুরের অংশ এই ঐক্য প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত নেই। নাজিউর আওয়ামী সরকারের একজন মন্ত্রীর বাসায় থেকে তৎপরতা চালাচ্ছেন। তিনি নিজে নির্বাচন করতে পারবেন না। তার দলে একজন প্রার্থীও নেই যিনি জিততে পারেন। তাই বিএনপি'র সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া তার অন্য কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না।

ইসলামী ঐক্যজোটের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে চারদলীয় ঐক্য জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার। সরকারের সঙ্গে এখন চলছে তাদের দর কষাকষি। ক্ষুদ্র ইসলামী ঐক্যজোটসহ আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইসলামী দলের সঙ্গে এরশাদ-মঞ্জু জোট গঠন করলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু জাতীয় পার্টির মতো ছোট একটি দলের প্রতিনিধিত্ব করলেও, রাজনীতিতে তিনি বর্তমানের মতো ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ থাকবেন। দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী একটি দৈনিক পত্রিকা— ইত্তেফাকের একজন মালিক এবং প্রকাশক তিনি। শুধু রাজনীতি নয়, তার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার পেছনে এটাও বড় ভূমিকা রাখছে, রাখবে।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সাক্ষাৎকার নয় আড্ডা হলো প্রথম দিন। সাক্ষাৎকারের সময় ঠিক হলো পরের শুক্রবার সকালে তার ধানমন্ডির বাসভবনে।

রাজনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু স্পষ্টভাষী হিসেবেও আলোচনায় আসেন মাঝে মধ্যে। মানুষ যখন নির্বাচন নিয়ে প্রায় কিছু ভাবছিলই না, তখন তিনি আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে তার কথা ভিত্তিহীন ছিল না।

সাপ্তাহিক ২০০০ : নির্বাচন নিয়ে আপনার মনে সংশয় দেখা দিল কেন?

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু : আমার সংশয় তো শুধু নির্বাচন নিয়ে ছিল না। একজন সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন আগামী নির্বাচন নিয়ে আপনার মনে কোনো সন্দেহ আছে কিনা? আমি বলেছি আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বে বসবাস করি, এখানে কোনো কিছুরই প্রতিষ্ঠানিক রূপ গড়ে ওঠেনি। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয় যে রাজনীতি পূর্বঘোষিত শিডিউল অনুযায়ী চলবে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ আমলে দেখেছি বারবার সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। এ রকম একটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার তো সবকিছু নিয়েই সন্দেহ। এমন কী আমার জন্ম তারিখ নিয়েও আমার মনে একটা সন্দেহ আছে। তাই আমাকে যদি আবারও আপনি প্রশ্ন করেন নির্বাচন নিয়ে আপনার মনে সন্দেহ আছে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে সরাসরিভাবে আমি বলতে পারছি না যে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

২০০০ : আপনি বারবার সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার কথা বললেন। সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করেছেন সামরিক সরকারগুলো। আপনিও তো একজন সামরিক সরকারের মন্ত্রী হিসেবেই রাজনীতিতে...।

মঞ্জু : আমি ছাত্র রাজনীতি করেছি। তারপর অনেক দিন রাজনীতিতে ছিলাম না। পুনরায় রাজনীতিতে কীভাবে এলাম? দেশে বারবার সামরিক শাসন আসে। সামরিক শাসন আসার জন্যে যে পরিবেশ প্রয়োজন বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। প্রেসিডেন্ট সাত্তার যখন রেডিও-টেলিভিশনে দেয়া বক্তৃতায় বললেন, তার মন্ত্রিসভায়ও দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী আছেন। অথচ তিনি তাদের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিলেন না। সাত্তার সাহেব যাদের সমর্থনে ক্ষমতায় ছিলেন, মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্থলাভিষিক্ত হতে পেরেছিলেন, সেই সাত দল যখন সাত্তার সাহেবের কাছ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেন, তখন একটা শূন্যতার সৃষ্টি হলো। শূন্যতা তো স্থায়ী হতে পারে না। কাউকে না কাউকে তো সেটা পূরণ করতে হবে। কিন্তু যারা শূন্য স্থান পূরণ করলেন তারা এর দায়দায়িত্ব নিতে চাইলেন না। সামরিক শাসন যদি আসে, তাহলে নির্বাচন ছাড়া সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা সম্ভব কী সম্ভব নয়, সেটা সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ করলেই বুঝতে পারবেন। সাংবিধানে তো সামরিক শাসনের কোনো বিধান নেই। সামরিক শাসক ক্ষমতায় এসে মিলিটারি কোর্টে অনেককে ফাঁসি দিয়েছে, অনেক সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সব কিছুই বাতিল হয়ে যাবে। সব বাতিল হয়ে গেলে আপত্তি নেই। কিন্তু যাদের ফাঁসি দিয়েছেন তাদের কী হবে? এই জন্যেই সামরিক শাসকরা চায় রাজনৈতিক দল মিলে মিশে তাদের এই কার্যক্রম 'এনডোর্স' করে দিক।

'যখন প্রধান বিচারপতি বললেন নিম্ন আদালতে সুষ্ঠু বিচার হয় না, এ কথা শোনার পরে আমার কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছিল না। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শুনি, সত্য না মিথ্যা আমি জানি না, রায় নাকি ম্যানেজ করা যায়'

২০০০ : সামরিক শাসকরা ক্ষমতায় এসে যে কাজগুলো করে তার সবই তো অবৈধ।

মঞ্জু : অবশ্যই অবৈধ। অবৈধ কেন? কারণ সংবিধানে সামরিক শাসনের কোনো বিধান নেই।

২০০০ : তার মানে এই অবৈধ কাজগুলোকে বৈধ করার দায়িত্ব পালন করছেন আপনারা রাজনীতিবিদরা।

মঞ্জু : কারণ রাজনীতিবিদদেরই এক অংশ সামরিক শাসন বা সংবিধানের বাইরে যে শক্তি সেই শক্তিকে ক্ষমতায় আনার জন্যে নানাভাবে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, পরিবেশ সৃষ্টি করে, সহযোগিতা করে। শুধু বাংলাদেশ নয়, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই ঘটে এমন ঘটনা। আগে এটা অহরহ ঘটতো। কিন্তু সামরিক শাসকরা নিজেদের উদ্যোগে কোনোদিনই রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেনি। তাদের আসার পথ তৈরি করে দেয়া হয়েছে। ১৯৫৮ সালের মার্শাল ল'র সময় আপনাদের জন্মও হয়নি। আমরাও তখন ক্লাস সিক্স- সেভেনের ছাত্র। তখন প্রতিদিন

মন্ত্রিসভা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। মানুষের জীবন দুর্বিষহ। পাকিস্তান-বাংলাদেশের প্রতিটি সামরিক সরকার আসার আগে তৈরি করা হয়েছে একই পরিস্থিতি।

২০০০ : সামরিক শাসকরা দেশকে পিছিয়ে দেয়। এটা তো সাধারণ মানুষও বোঝে। রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা বা লাভের জন্যেই সামরিক শাসন আসে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনোভাবটা কী থাকে?

মঞ্জু : মানুষ তার দুর্বিষহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চায়। এখন এই পরিত্রাণদাতা কে, তিনি বৈধ না অবৈধ– দেশের বেশির ভাগ মানুষের তখন এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ থাকে না।

২০০০ : আমরা তো সামরিক শাসনের সময়কাল পেরিয়ে এসেছি। পরপর দু'টি নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে দেশে। তাহলে এখনো কেন আমাদের সংশয় কাটছে না।

মঞ্জু : আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কোনো কিছুরই প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি নেই। এখানে কোর্টগুলো দুর্বল, এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ দুর্বল, রাজনৈতিক সংগঠনগুলো দুর্বল, যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা কম– এরকম একটি সমাজে সংশয় সব সময়ই থাকে।

'জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, আইনের দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত, সংসদ সদস্য পদ নিয়ে সংকটাপন্ন, তাকে নিয়ে আমাদের জাতীয় নেতৃবর্গ পহেলা বৈশাখ কিংবা হোলি খেলছেন। উৎসবমুখর পরিবেশ'

আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি সচেতন। তারপরও আমার জীবন থেকে যতটুকু বুঝি, স্থিতিশীলতা চায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যারা অনেক বড়লোক তাদের স্থিতিশীলতার প্রয়োজন নেই। যারা অনেক গরিব তাদেরও স্থিতিশীলতার প্রয়োজন নেই। যখন পাঁচ দিনের হরতাল দেয়া হয়, তখন বাংলাদেশের খুব বড়লোকেরা ঢাকা ছেড়ে সিঙ্গাপুরে চলে যায় অবকাশ কাটাতে। ৭২ ঘন্টা হরতালের আগে আমি বন্ধুদের কাছ থেকে তিনটি ফোন পেয়েছি। তারা কলকাতায় চলে গেছে।

২০০০ : মধ্যবিত্ত চায় স্থিতিশীলতা...।

মঞ্জু : মধ্যবিত্তের সংখ্যা তো খুব কম। আর আমাদের যাদের কলকারখানা আছে তারা নিরাপত্তা চাই। আমার ওপরে যদি কোনা অন্যায় হয়, অবিচার হয়, আমি যেন বিচারালয়ে গিয়ে তার বিচার চাইতে পারি। যখন প্রধান বিচারপতি বললেন নিম্ন আদালতে সুষ্ঠু বিচার হয় না, এ কথা শোনার পরে আমার কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছিল না। তাহলে আমি যাব কোথায়? হাইকোর্টের কেস তো আমার নেই। আমার তো ছোটখাটো কেস। প্রধান বিচারপতি নিজেই বললেন এখানে বিচার হয় না। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শুনি, সত্য না মিথ্যা আমি জানি না, রায় নাকি ম্যানেজ করা যায়।

২০০০ : আপনি নিরাপত্তার কথা বললেন। এর জন্যে প্রয়োজন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন। এই জায়গাটাতে আমাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে আপনার কী মনে হয়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না কেন?

মঞ্জু : আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারছি না অনেকগুলো কারণে। সংক্ষিপ্ততম এবং যেভাবে উত্তর দিলে বিষয়টি সকলে বুঝতে পারবেন সেটা হলো বড় বড় লোকেরা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, যারা আমাদের নেতা– তারা আইন মানেন না। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অভ্যুত্থানের পর বা তার আগে থেকে সামরিক আদালতে বিচার হলো। চৌদ্দ বছর, পনেরো বছর, বিশ বছর করে সাজা হলো অনেকের।

২০০০ : অনেকের ফাঁসি হলো।

মঞ্জু : যাদের ফাঁসি হলো তারা বেঁচে গেল। যত দুঃখজনকই হোক না কেন এটা।

২০০০ : জিয়াউর রহমান প্রসঙ্গে বলছিলেন।

মঞ্জু : তারপর যখন জিয়াউর রহমান সাহেবের দল করার প্রয়োজন হলো, তখন সমস্ত সাজা মওকুফ হয়ে গেল। লে. জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যখন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, তখন আমরা তার সঙ্গে ছিলাম না। তিনি দুর্নীতির অপরাধে যাদের ত্রিশ বছরের সাজা দিলেন, তেরো বছরের সাজা দিলেন, যখন তিনি দল করতে গেলেন তখন তিনি শুধু তাদের মাফ করে দেননি, ক্ষমা করে দেননি, তাদেরকে তিনি প্রধানমন্ত্রী বানালেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট বানালেন। তখন আর আইনের প্রতি সম্মানবোধ কারোরই থাকে না। এই জন্যে বাংলাদেশে সবাই খোঁজে 'মামু' কোথায়, ভাগনে কোথায়?

২০০০ : সামরিক শাসনের এই সময়কাল তো শেষ হয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসনেও পরিবর্তন আসছে না কেন?

মঞ্জু : আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন আইনের শাসনটা হচ্ছে না কেন, আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ বাড়ছে না কেন? এখানে আইনটা আমরা যখন প্রয়োগ করি, আমরা যারা ক্ষমতায় থাকি, এমন কী যারা ক্ষমতায় থাকি না, উভয়েই দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। আপনি যদি ক্ষমতাসীন দল হন, তার প্রধান যা-ই বলেন না কেন, থানায় বা উপজেলা পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের কারো পশম স্পর্শ করার কথা, আমাদের প্রশাসন চিন্তাই করতে পারে না। শুধু বললেই হয়, তিনি যা করছেন, ক্ষমতায় যারা আছেন তাদের স্বার্থের পরিপন্থী নয়। কোনো কর্মকর্তা যদি অন্য কিছু চিন্তা করেন, তাহলে চব্বিশ ঘন্টাও লাগবে না তার সেখান থেকে বদলি করে দিতে।

এভাবে ঘটনা ঘটে আসার ফলে মানুষের মধ্যে একটা হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ জানে এখানে আইন থাকলেও তার প্রয়োগ নেই। সাম্প্রতিক সময়ে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, কোনো বিবেকবান মানুষই এর সঙ্গে একমত হতে পারবেন না। আমাদের শুধু একটাই সান্ত্বনা, বলছি 'উনি'ও তো করেছিলেন। এটা কোনো জবাব নয়। আর উনিও তো করেছিলেন যখন বলা হয়, তখন বলা হয় আমার পূর্বে যিনি ছিলেন তিনিও করেছিলেন। ফলে এখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা একটা জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০০০ : একদিকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি অন্যদিকে দুর্নীতি

সর্বত্র।

মঞ্জু : আমি আমার মেয়েকে লিখেছি, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনীতি করার জন্যে, দল পরিচালনা করার জন্যে, নির্বাচন করার জন্যে– অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ কোনো না কোনোভাবে সংগ্রহ করতে হয়। যারা সমাজতন্ত্রের রাজনীতি করেন, যারা কমিউনিস্ট রাজনীতি করতেন তারা আমাদের রাজনীতিকে দুর্নীতিবাজ রাজনীতি বলতেন। কিন্তু সেই সমস্ত কমিউনিস্টদের যখন পতন ঘটলো, তখন দেখা গেল তাদের বিছানার নিচেও কোটি কোটি ডলার। সম্পত্তি আহরণ করার এই যে লোভ, এই যে বাসনা– এটা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। এখান থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসার কোনো রাস্তা নেই। আমরা বলি সীমিতকরণের কথা। অপরাধের বিচার হলে এটা সম্ভব।

আইয়ুব খান থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যারা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করেছেন, তারাও যাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন, নিজেদের প্রয়োজনে সেই শাস্তিও তারা মাফ করে দিয়েছেন। অপরাধীদের নিজেদের দলে নিয়েছেন। এটাও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা। আর দুর্নীতি এখন আমাদের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত। ক্যান্সার যখন শরীরের একটি অংশে সীমিত থাকে তখন রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ক্যান্সার যখন সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যায় তখন বাঁচার আর কোনো উপায় থাকে না। আমাদের সমাজে দুর্নীতি এখন সমাজের সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে আমি এটা দেখেছি।

২০০০ : আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ...

মঞ্জু : ট্রাফিক পুলিশের ঘুষ খাওয়ার ছবি ছাপা হয় পত্রিকায়। আমি এর প্রতিবাদ করেছি। এই ট্রাফিক পুলিশের ঘুষ খাওয়ার কথা বলার নৈতিক অধিকার এই সমাজের নেই। এই ট্রাফিক পুলিশ থেকে শুরু করে এই আমি পর্যন্ত যেখানে দুর্নীতি বিস্তার লাভ করেছে, সেখানে এই পাঁচ-দশ টাকার দুর্নীতির কথা বলে দেশের মানুষকে কী বোঝাতে চাইছেন?

২০০০ : আপনি যাই বোঝান না কেন, মানুষ তো সবই বোঝে। কে চোর আর কে ভালো তারা সেটা ভালো করেই জানে। কিন্তু তাদের তো কিছু করার নেই।

মঞ্জু : দেশের মানুষের প্রতিও আমার সমালোচনা আছে। তারা ঘর থেকে বের হলেই দুর্নীতির মুখোমুখি হচ্ছে। বাথ সার্টিফিকেট বলেন, ডেথ সার্টিফিকেট বলেন, সর্বত্রই তাকে ঘুষ দিতে হয়। মানুষ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে না, নতজানু হয়ে আছে। কিন্তু দুর্নীতিটা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এটাকে কোনো অবস্থাতেই আর গ্রহণ করা যাচ্ছে না। এটা কে সৃষ্টি করেছে, সেটা আমি জানি। কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, সেটা আমি বলেছি। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় আমার জানা নেই। সমাধান আমার কাছে নেই।

২০০০ : আপনি মানুষের নতজানু হয়ে যাওয়ার কথা বললেন। জনগণের প্রতিনিধি তো আপনারা, রাজনীতিবিদরা। সেই আপনারা যখন দুর্নীতিতে নিমজ্জিত তখন আপনাদের আচরণেই কী মানুষের ভেতরে হতাশা এসেছে। তারা কোনো অন্যায়েরই প্রতিবাদ করছে না। দুর্নীতিবাজ জেনেও তাকে ভোট দিচ্ছে।

মঞ্জু : রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির বিষয়টিকে হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে ততক্ষণ পর্যন্ত দুর্নীতিবাজ, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সরকারের বিপক্ষে। সরকারের সঙ্গে হাত মেলালেই আর সে দুর্নীতিবাজ থাকে না। এটা প্রমাণিত সত্য।

২০০০ : সাধারণ মানুষের কথা বলছিলাম।

মঞ্জু : আমার কথা হলো এই পৃথিবীতে যত পরিবর্তন হয়েছে, সেটা সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের মুখেই হয়েছে। আর এই সাধারণ মানুষ এখন ধরেই নিয়েছে আমি দুর্নীতিবাজ। আমার এলাকার মানুষেরা আমার কাছে চায় ১৭ ইঞ্চি কালার টেলিভিশন, ক্লাব, বাড়ি-ঘর, সাহায্য, চিকিৎসা ইত্যাদি। আমি তাদের বলি আপনারা একবারও জিজ্ঞেস করেন না মন্ত্রী হিসেবে আমার বেতন কত?

২০০০ : কোর্টে যাওয়ার প্রসঙ্গে বলছিলেন। আপনার কোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল কী লাঙ্গলের কারণে?

মঞ্জু : লাঙ্গলের ক্ষেত্রে আমার প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল। আমি দেড় বছর লাঙ্গল নিয়ে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। শেষমেশ আমি কিছুটা প্রতিকার পেয়েছি। এটা সময় এবং ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখার

‘জনগণ যদি মনে করে, তাতে কী হয়েছে, সকলেই তো চোর– তাহলে ঐক্য হবে। আমি তো জনগণের দাস। আমি তো এখানে ধর্ম প্রচার করতে আসিনি’

জন্যে আমাদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনা দরকার।

২০০০ : গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য...

মঞ্জু : গণতন্ত্রকে, নির্বাচনকে, সংবিধানকে টিকিয়ে রাখার জন্যে, চালু রাখার জন্যে এখানে যতটুকু শক্তি আমরা জাতি হিসেবে ব্যয় না করছি, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ব্যয় না করছি, এটা যেন চালু না থাকুক তার জন্যে আমরা বেশির ভাগ লোক কাজ করছি।

পত্র-পত্রিকায় আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বা বুদ্ধিজীবীরা যে মন্তব্যগুলো করেন, যে লেখাগুলো লেখেন, সরাসরিভাবে বলা হচ্ছে বলে আমার কাছে মনে হয় যে, এখানে সংসদ চালু থাকুক এর প্রয়োজন নেই। সাংবিধানিক প্রক্রিয়া চালু থাকার প্রয়োজন নেই। বলা হচ্ছে প্রেসিডেন্টই এখন সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। এ ধরনের লেখা কী লেখা হচ্ছে না? কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া প্রেসিডেন্ট সংসদ ভেঙে দিতে পারেন না। বলা হচ্ছে সুশীল সমাজ নিয়ে দেশ চালাতে হবে। এটা কিসের ইঙ্গিত। এতদিন আকারে ইঙ্গিতে বোঝাচ্ছিল। এখন লজ্জা শরম কমে আসছে। প্রকাশ্যে ইঙ্গিত দেয়া শুরু করেছে। তারা

‘বড় বড় দল, বড় বড় বানরের বড় বড় লেজ, এমন কোনো হনুমানের পিঠে চড়ে চলে যাব। আমাদের তো কোনো অসুবিধা নেই’

প্রেসিডেন্টকে সংবিধান অমান্য করার কথা বলছে। আপনারা এক মুখে এত কথা কেন বলবেন? এতদিন বলেছেন কবর জিয়ারত করা ছাড়া প্রেসিডেন্টের আর কোনো কাজ নেই। একই অঙ্গে এত রূপ শুনেছি, কিন্তু এক মুখে এত কথা বলার প্রবাদবাক্য তো এদেশে ছিল না।

২০০০ : আপনি ট্রাফিকের কথা বললেন। বাস্তবতা হলো সিপাইয়ের পঁচিশ টাকার কথা লেখা হচ্ছে কিন্তু আইজি’র কথা লেখা যাচ্ছে না।

মঞ্জু : লেখা যাচ্ছে না বলব কেন, লেখা হচ্ছে না।

২০০০ : মূল বিষয়টা...

মঞ্জু : এটা সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য। বুর্জোয়া সমাজের যে নিয়ম-কানুনগুলো আছে সেখান থেকে তো আমরা বের হয়ে আসতে পারছি না। আপনার পত্রিকায় আপনি যেটা লিখতে চাচ্ছেন মালিক হয়ত সেটা চাচ্ছেন না।

২০০০ : আপনিও তো পত্রিকার মালিক।

মঞ্জু : আমি ভিন্ন কিছু তা তো বলছি না। কিন্তু আপনি লিখতে পারছেন তার মূল কারণ হলো আপনাদের মধ্যে ঐক্য নেই। আপনাদের সংগঠন ভেঙে তিনটা না চারটা হয়েছে। এখানে অনৈক্য। আমার দলে অনৈক্য। কোর্ট কাচারিতে অনৈক্য।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির পর একদল মনে করে চুপ করে থাকাই ভালো। বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকতে পারলে হয়ত তিন মাসের জন্যে একটা কিছু হওয়া যাবে। পুরো বিষয়টিই আমার কাছে হতাশাব্যঞ্জক বলে মনে হয়। আশার কথা হলো, তারপরও আমি মনে করি বাংলাদেশ একটা স্থিতিশীল দেশ।

২০০০ : বাংলাদেশ স্থিতিশীল দেশ?

মঞ্জু : হ্যাঁ, আঁতকে ওঠার মতোই কথা। মনে হবে পাগল হয়ে গেছি। পাগল যে এখনো হইনি সেটা তো কথা বলেই বুঝতে পারছেন। ১৯৯১ সালের পর থেকে সাংবিধানিক উপায়েই ক্ষমতার পরিবর্তন হচ্ছে, এমন কী এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে, আমাদের বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল, সেটারও পরিণতি কিন্তু সাংবিধানিক উপায়েই হয়েছিল। এখানে সাইক্লোন হয়, টর্নেডো হয়, এখানে বন্যা হয়। তেমনিভাবে এখানে ধর্মঘট হয়, হরতাল হয়। এখানে মানুষ ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১০০ দিন কাজ করে। দুর্নীতি আছে। দুর্নীতি ইন্দোনেশিয়ায় ছিল, দুর্নীতি মালয়েশিয়ায় আছে, দুর্নীতি অনেক আফ্রিকান দেশে আছে, দুর্নীতি মধ্যপ্রাচ্যে আছে, দুর্নীতি শিল্পোন্নত দেশগুলোতেও আছে।

২০০০ : প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি। আপনি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন দীর্ঘদিন ধরে। আমার প্রশ্ন হলো সামরিক সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী আর ঐকমত্যের সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রীর মধ্যে কী কোনো পার্থক্য আছে? কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা...

মঞ্জু : আমার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয়নি। যিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তার যে পৃষ্ঠপোষকতা দরকার, যে সমর্থনের দরকার সেটা আমি বর্তমান সরকারের আমলেও যেভাবে পাচ্ছি, এরশাদ সরকারের সময়ও একইভাবে পেয়েছি। একথা স্বীকার না করলে এরশাদের প্রতি অবিচার করা হবে।

২০০০ : এরশাদ জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। জাতীয় পার্টি আবারও ভাঙল। আমার প্রশ্ন, জাতীয় পার্টির ভবিষ্যৎ কী?

মঞ্জু : খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। ভবিষ্যৎ এই মুহূর্তে তো উজ্জ্বল। সকালবেলা যেটা ওঠে সেটা নাকি শুকতারা, আর বিকেলে যেটা ওঠে সেটা নাকি ধ্রুবতারা। সব চাইতে উজ্জ্বলতম দু’টি তারাই এখন আকাশে।

’৯০ সালে আপনারা ভেবেছিলেন আমরা নেই। প্রত্যাখ্যান করেছে। ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। সামাজিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। আইনগতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এবং যে নির্বাচনের সময়ে আমাদের দলের নেতাদের জেলে রাখা হয়েছে, অনেকে পালিয়ে থেকেছে। তারা তার নির্বাচনী এলাকায় যেতে পারেনি। এতদসত্ত্বেও আমরা ৩৫টি আসন লাভ করেছি। আমাদের কোনো মন্ত্রী নির্বাচনে পরাজিত হয়নি। দলের তৎকালীন চেয়ারম্যান ৫টি আসনে জিতেছেন। ’৯৬ সালের নির্বাচনে আমরা ৩২টি আসনে জয়লাভ করেছি।

আপনারা বর্তমানই সামলাতে পারছেন না, ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। সামনে অন্ধকার দেখবেন অপেক্ষা করেন।

২০০০ : আপনি যে সময়ের কথা বলছেন তখন তো জাতীয় পার্টি একসঙ্গে ছিল। এখন তো...

মঞ্জু : জাতীয় পার্টি এক থাকলে কী হবে? পত্রপত্রিকা, কোনো ধরনের দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যমে একটিও সহানুভূতিশীল মন্তব্য করা হয়নি। গণতন্ত্রের হোতাদের সাহায্যেই যে এরশাদ সাহেব ক্ষমতায় এসেছিলেন, এই বাস্তব সত্য কথাটাও কোথাও বলা হয়নি। সুতরাং আমরা হয় শুকতারা, নয় ধ্রুবতারা। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম তারা।

২০০০ : এরশাদ জেল থেকে বের...

মঞ্জু : যে মুহূর্তে আপনি জাতীয় পার্টির ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন, সেই মুহূর্তে দেখেন বাস্তবতাটা কী?

জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, আইনের দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত, সংসদ সদস্য পদ নিয়ে সংকটাপন্ন, তাকে নিয়ে আমাদের জাতীয় নেতৃবর্গ পহেলা বৈশাখ কিংবা হোলি খেলছেন। উৎসবমুখর পরিবেশ। এই দুই সপ্তাহ আগে আমাদের কোনো দরজা ছিল না। একটা অন্ধ প্রকোষ্ঠে আমরা বন্দী ছিলাম। এখন সব ক’টা জানালা খুলে দেয়া হয়েছে। আমরা চিন্তাগ্রস্ত, আমরা ক্লান্ত– কোন জানালা দিয়ে আমরা বেরোব।

২০০০ : তার মানে এরশাদের সঙ্গে আবার ঐক্য করতে যাচ্ছেন।

মঞ্জু : ঐক্যের পথে বাধা হচ্ছে এখন, বিশ্লেষণের বিষয় হচ্ছে এখন, কার সঙ্গে ঐক্য হবে? যাদের সংসদ সদস্যপদ নেই, যারা

আগামী ৫ বছর নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না, যারা সাজাপ্রাপ্ত?

আমরা সকলেই পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই। এখন জনগণ যদি চায়, জনগণ যদি মনে করে, তাতে কী হয়েছে, সকলেই তো চোর– তাহলে ঐক্য হবে। আমি তো জনগণের দাস। আমি তো এখানে ধর্ম প্রচার করতে আসিনি।

২০০০ : জনগণ যদি এই ঐক্য না চায়?

মঞ্জু : তাহলে বড় বড় দল, বড় বড় বানরের বড় বড় লেজ, এমন কোনো হনুমানের পিঠে চড়ে চলে যাব। আমাদের তো কোনো অসুবিধা নেই। আবার আমাদের যদি ধৈর্য থাকে, দূরদর্শিতা থাকে, আমাদের যদি সাময়িক কোনো অসুবিধা হয় সেটা সহ্য করেও আমরা এক থাকতে পারি।

২০০০ : এরশাদের সঙ্গে ঐক্যের সম্ভাবনা কতটা?

মঞ্জু : সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব যদি কারো কাছ থেকে আসে এবং সেটা আমাদের দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এককভাবে আমি কিছু বলতে পারব না। আমাদের দেখতে হবে যাদের সঙ্গে ঐক্য করব, তারা কারা? যদি তিনটা বা দুইটা জাতীয় পার্টির এক করার প্রশ্ন আসে তাহলে একভাবে বিবেচনা করা হবে।

২০০০ : এরশাদ বলেছেন নাজিউর নয়, মঞ্জুকে চাই।

মঞ্জু : তিনি তো চরমোনাই পীর সাহেবকেও চান।

২০০০ : এরশাদ তো বলেন জাতীয় পার্টি মানেই এরশাদ। তাহলে ঐক্যের প্রসঙ্গ আসছে কেন?

মঞ্জু : এরশাদ সাহেব এখনো সেই পুরাতন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আছেন। তবে কিছুটা উন্নতি হয়েছে তার। এক সময় ঐ জাতীয় পার্টিতে বলা হতো টাকা যার, দল তার। সেখান থেকে এখন তিনি বলছেন 'আমিই জাতীয় পার্টি'। রিক্ত, সিক্ত, পরাভূত অবস্থায় এরশাদের যে উপলব্ধি তাতে দেখা যায়, অর্থের গরম কমে গেছে। যদিও তাকে ইনসুলিন দেয়া হবে। সে সম্পর্কে অবহিত আছি। তার ইনসুলিনের ব্যবস্থা করা হবে।

২০০০ : এরশাদ তো এটাও বলেন যে লাঙ্গলের কারণেই আপনারা বিজয়ী হয়েছেন। অন্য কোনো কারণে নয়।

মঞ্জু : লাঙ্গল জিতে এসেছে? অবশ্যই, অস্বীকার করছে কে? তবে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেব আপনি তো ৩০০ জনকে লাঙ্গল দিয়েছিলেন, ৩২ জন জিতল কেন?

২০০০ : তার মানে বলতে চাইছেন মার্কা গুরুত্বপূর্ণ নয়?

মঞ্জু : অবশ্যই মার্কা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কতটা গুরুত্বপূর্ণ? ৩০০ জনের মধ্যে ৩২ জন যদি জেতে, তাহলে ১০% গুরুত্বপূর্ণ মার্কা। বাকি ৯০% কী তার নমিনী ছিল না? এরশাদ সাহেব বলতে পারেন– না, আমার নমিনি ছিল না। টেকনিক্যালি তিনি সঠিক। '৯১ সালে মিজান চৌধুরী-শাহ মোয়াজ্জেম নমিনি ছিল। '৯৬ সালে মিজান চৌধুরী-আনোয়ার হোসেন মঞ্জু নমিনি ছিল। তার নমিনি কখনোই ছিল না। এমনকি '৮৬ সালেও না। '৮৬ সালে নমিনি ছিল আনোয়ার হোসেন মঞ্জু-ডা. মতিন। এরশাদ সাহেব তো এখনো তার প্রার্থী বাজারে টেস্ট করে দেখেননি, যাচাই করার সুযোগ পাননি।

২০০০ : এরশাদ তো এমনটা মনে করেন না।

মঞ্জু : এটা তার চোখে পড়ে না। পত্রিকায় ছবি দেখে বুঝি এরশাদ সাহেবের চোখে ছানি পড়েছে।

মার্কার গুরুত্ব আমি অস্বীকার করছি না। এটা তো একটা পরিচিতি। আমি যখন ভান্ডারিয়ায় যাই তখন ছোট বাচ্চারাও আমাকে দেখে লাঙ্গল লাঙ্গল করে। জাতীয় পার্টি ভাঙার পরে আমি যখন ভান্ডারিয়া বাজারে গেলাম বাজারের সব মানুষ চিৎকার করে বলতে থাকলো, 'মিনিস্টার সাহেব আপনার মার্কাটা আমাদের বলে দিয়েন।' তারা বুঝে গেছে যে আমার মার্কা নেই। আমি প্যালেস্টানিয়ান হয়ে গেছি। আমি আমার যে জায়গা যুদ্ধে হারিয়েছি সেটা উদ্ধারের সংগ্রাম করছি। আর ইসরাইলিরা আমার ওপর বোমা মারছে। এটা জনগণ দেখছে। অর্থাৎ মার্কাটা হলো পরিচিতি। এই পরিচিতি তো আমরা করিয়েছি।

২০০০ : এই লাঙ্গল হারানোর ফলে কী কোনো নেগেটিভ প্রভাব পড়েছে আপনার ওপরে?

মঞ্জু : কয়েকদিন আগে আমার এলাকার একজন চেয়ারম্যান এসেছিল আমার কাছে। সে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সে খুব জোরালোভাবে মনে করে জাতীয় পার্টির আবার এক হয়ে যাওয়া উচিত। আমি তাকে বললাম পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে আপনার এলাকা থেকে কোনো মন্ত্রী হয়নি। কেন হয়নি সেটা এখন বুঝলাম। আপনি ভোট দিয়েছেন লাঙ্গলে, জাতীয় পার্টিকে। আরে আমি আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ছাড়া মন্ত্রী হতে পারতো কেউ? ৩০টা সিট নিয়ে আমার দায়-দায়িত্ব ছিল সচিবালয় ঝাড়ু দেয়া। সরকার গঠন করবে আওয়ামী লীগ, সরকার গঠন করবে বিএনপি। অথচ আপনি ভোট দিয়েছেন আমাকে। আমি তো মন্ত্রী হয়েছি আমার বুদ্ধি দিয়ে।

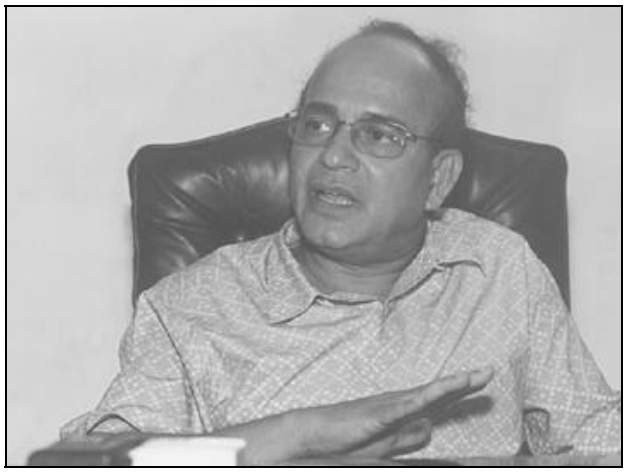

আমাকে যারা ভোট দিয়েছে, তারা ব্যক্তিগত প্রেম-ভালোবাসা থেকে ভোট দিয়েছে। '৯১ সালে যখন আমরা জিতলাম লোকে বলল, এটা সিমপ্যাথি ভোট। কিন্তু '৯৬ সালের নির্বাচনের সময় তো আর এই অবস্থা ছিল না। আমরা এই বিশ-ত্রিশ জন এলাকার জনগণের সঙ্গে একটা প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করেছি। আমরা একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর পরিবেশ সৃষ্টি করেছি। সেই জন্যে এলাকার জনগণ তার ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে আমাদের ভোট দেয়। 'শুধু তোমার জন্যে আমার এ নিবেদিত কবিতা'– এছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। এই জনগণ শুধু আমার জন্যে, শুধু আমাদের জন্যে।

২০০০ : আপনার এলাকার জনগণ কী ব্যক্তি আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে ভোট দেয়? এখানে আদর্শ বা দল কোনো ফ্যাক্টর নয়?

মঞ্জু : এখানে একটি কথা বলতে হয়। মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নাকি বলেছিলেন, 'আই উইল মেক পলিটিক্স

'আরে আমি আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ছাড়া মন্ত্রী হতে পারতো কেউ? ৩০টা সিট নিয়ে আমার দায়-দায়িত্ব ছিল সচিবালয় ঝাড়ু দেয়া। আমি তো মন্ত্রী হয়েছি আমার বুদ্ধি দিয়ে। ...'শুধু তোমার জন্যে আমার এ নিবেদিত কবিতা'– এছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। এই জনগণ শুধু আমার জন্যে, শুধু আমাদের জন্যে'

ডিফিকাল্ট।' আমি সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াই। যেখানেই যাই সেখানেই বলে গম দেন, রাস্তা দেন...। মানুষ এখন ডেভেলপমেন্ট মাইন্ডেট হয়ে গেছে। রাজনীতি যে আমরা করি না, রাজনীতি যে রাজনীতিবিদরা করে না– এটা মানুষ বুঝে ফেলেছে। রাজনীতিবিদদের চরিত্রগত কারণে, তাদের আচার আচরণ ব্যবহারজনিত কারণে দেশের মানুষ বুঝে ফেলেছে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু আর যাই করুক রাজনীতি করে না। মানুষ তার অবস্থার পরিবর্তন চায়। এই পরিবর্তনে কে তাকে সহযোগিতা করবে সেটা দেখে।

২০০০ : এটা তো রাজনীতির ক্ষেত্রে মানসিকতার ক্ষেত্রে একটা বড় পরিবর্তন। বড় রাজনৈতিক দলের আদর্শেও তো পরিবর্তন হয়েছে।

মঞ্জু : বড় রাজনৈতিক দল দুটির মূল বক্তব্যের মধ্যে সামান্য একটু পার্থক্য ছিল। একটা ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি, অন্যটা ধর্মভিত্তিক। মাশআল্লাহ্ এখন গঠনতন্ত্রে তাদের যাই লেখা থাকুক না কেন, তারা সকলেই এখন টুপি পরে, তসবিহ হাতে, ফুলহাতা ব্লাউজ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারাও উলেমা লীগ করছে। আগে শুধু জামায়াত ছিল ধর্ম নিয়ে। এখন চরমোনাই পীর ইসলামী ঐক্যজোটে ধর্ম, এরশাদ সাহেব ধর্ম, খালেদা জিয়া ধর্ম, শেখ হাসিনাও ধর্ম। আমির হোসেন আমু টুপি পরে থাকে, আবদুস সামাদ আজাদের দাড়িও আছে, টুপিও আছে। আওয়ামী লীগের লোক যত নামাজ পড়ছে, জামায়াতের লোকও তত নামাজ পড়ছে না। এটা জামায়াতের লোকেরাও স্বীকার করে।

আবার নামাজ পড়লেই কিন্তু মানুষ ধার্মিক মনে করে না। আমির হোসেন আমু ফজরের নামাজ পড়ে, আসরের নামাজ পড়ে, জোহরের নামাজ পড়ে, মাগরেবের নামাজ পড়ে, এশার নামাজ পড়ে, জুম্মার নামাজ পড়ে। কিন্তু আমি আর আমু এক জায়গায় গেলে দেখে মানুষ বলে, আমুকে ধার্মিক মনে করি না কেন? আর এই ব্যাটা টেকু জুম্মার নামাজের সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, নামাজ পড়ে না। তারপরও মানুষ আমাকে মনে করে আমি প্রো-রিলিজিয়ান আর আমু এন্ট্রি রিলিজিয়ান।

২০০০ : রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের এই সম্পৃক্ততায় আমরা কী লাভবান হচ্ছি না ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি?

মঞ্জু : আমি তো এই তর্ক-বিতর্কে যাব না। হাটটিমাটিম না হটটিটিটি কী একটা পাখি আছে না? সে নাকি ঠ্যাং ওপরের দিকে দিয়ে ঘুমায়। আকাশ ভেঙে পড়লে ঠ্যাং দিয়ে ঠেকাবে। আমি তো হটটিটিটি পাখি। বড় বড় পাখিরা কী করে তাদের দিকে লক্ষ্য করছি। যারা রাজনৈতিক স্রোতটাকে গাইড করছে, নিয়ন্ত্রণ করছে।

২০০০ : রাজনীতি তো মানুষের...

মঞ্জু : সবাই উন্নয়নের কথা বলছে। বেগম জিয়াই শুধু স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার কথা বলছেন। এখন এটা তো আমার ভান্ডারিয়ার মানুষ বোঝে না। তারা বলে, 'কী কইছে, কী রক্ষা করতে কইছে? কিছুই তো দেখি না।' স্বাধীনতা রক্ষার কথা বললে বলে, 'স্বাধীন তো আছি। দুইবার পতাকা উড়াইছি, আবার না হয় উড়াবো...।' পতাকা উড়ানোর প্রস্তাব যে দেবে সে তার সঙ্গে থাকবে।

'এখন গঠনতন্ত্রে তাদের যাই লেখা থাকুক না কেন, তারা সকলেই এখন টুপি পরে, তসবিহ হাতে, ফুলহাতা ব্লাউজ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারাও উলেমা লীগ করছে'

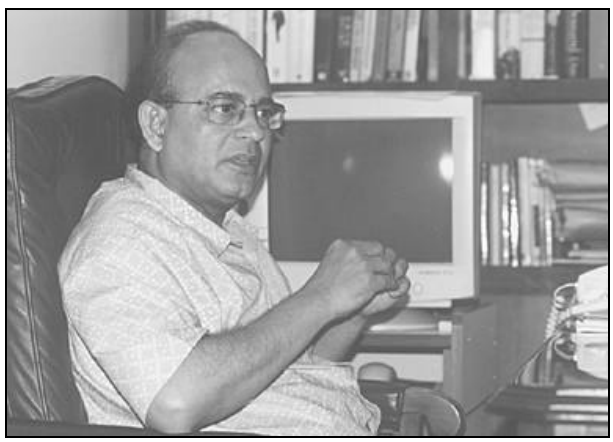

পতাকা উড়াতে না চাইলে তো রাজাকার, আলবদর হয়ে পরবর্তী জীবন শেষ। লোকের মানসিক প্রস্তুতি এটা। চেতনা রক্ষার কথা তো মানুষ বোঝে না। বলে 'কী কইলে?' রক্ষা করার কিছু খুঁজে পায় না।

জনগণ যেটা বোঝে না, সেটা তারা গ্রহণ করে না। বেগম জিয়া স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব রক্ষা করার কথা না বলে যদি বলতেন ইউনিয়ন পরিষদ রক্ষা করেন, উপজেলা পরিষদ রক্ষা করেন, তাহলে মানুষ খুব সহজে বুঝতো। জনগণের ভাষায় কথা বলতে হবে তো। এটাই তো রাজনীতি।

২০০০ : ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে যাই। আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর তো অনেকগুলো পরিচিতি। রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, সম্পাদক, প্রকাশক...

মঞ্জু : শিল্পপতি।

২০০০ : হয়তো আরো অনেক পরিচিত থাকতে পারে। আমার প্রশ্ন, কোন পরিচয়টি আপনার সবচেয়ে প্রিয়?

মঞ্জু : সাংবাদিক।

২০০০ : কেন?

মঞ্জু : আমি কমফোর্ট্যাবল ফিল করি। সময় পেলেই আমি ইত্তেফাক অফিসে একবার যাই। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সমস্ত পৃথিবী ঘোরা যায়। আর কারো সঙ্গে আলোচনা করে পৃথিবী ঘোরা যায় না। আমার যে সফলতা, আমার যে পরিচিতি সেটা সাংবাদিকতার মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল। ছাইয়ের ওপর থেকে আমি আমার কর্মময় জীবন শুরু করেছিলাম।

২০০০ : আবার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে হচ্ছে। সাংবাদিকতা পেশা তো সব সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। আপনার কী মনে হয় না সেই ঝুঁকির পরিমাণটা এখন অনেক বেড়ে গেছে? এখন সন্ত্রাসীদের প্রধান টার্গেট সাংবাদিকরা।

মঞ্জু : আমাদের সমাজে অসহিষ্ণুতার মাত্রা এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। কোনো কিছুই ঠিক মতো চলছে না। আইন চলে অঙ্গুলি নির্দেশে। এ কারণে টার্গেট হচ্ছে সাংবাদিকরা।

২০০০ : আওয়ামী সাংসদ জয়নাল হাজারী তো সাংবাদিক টিপু সুলতানকে পিটিয়ে প্রায় মেরে ফেলেছিলেন। আইন প্রণেতা যখন নিজেই...

মঞ্জু : এর দ্বারা কী প্রমাণ হচ্ছে। মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমে গেছে। কেউ কাউকে সম্মান করে না। সমাজ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মানুষের জীবন, জানমালের নিরাপত্তা নেই।

২০০০ : সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দিতে পারছে না সরকার। মন্ত্রী হিসেবে আপনার নিরাপত্তা কী নিশ্চিত করতে পারছে সরকার?

মঞ্জু : না, সরকার আমার নিরাপত্তা দিতে পারছে না।

২০০০ : তাহলে আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করছেন কীভাবে?

মঞ্জু : শুধু আমি নই, এই জন্য সবাই আলাদা আলাদা বাহিনী গড়ে তুলেছে।

২০০০ : আপনারও বাহিনী আছে?

মঞ্জু : আছে।

২০০০ : বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছেন কীভাবে?

মঞ্জু : আমার রণকৌশল আমার ওপরেই ছেড়ে দেন।

২০০০ : আবার সংবাদপত্র প্রসঙ্গে যাই। গত কয়েক বছরে সংবাদপত্র শিল্পে বেশ বড় রকমের পরিবর্তন এসেছে। বড় হাউস থেকে বেশ কয়েকটি পত্রিকা বেরিয়েছে। বর্তমানে সার্কুলেশন নিয়ে একটি বিতর্ক চলছে। জনকণ্ঠ দাবি করছে প্রচার সংখার সর্বশীর্ষে, যুগান্তরের দাবি জনপ্রিয়তার সর্বশীর্ষে, প্রথম আলোর দাবি প্রচার সংখ্যার শীর্ষে... এই বিতর্কে ইত্তেফাক নেই।

মঞ্জু : ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, যেই সংবদাপত্র ব্যবসায় আসে, তার টার্গেট থাকে ইত্তেফাক। ইত্তেফাককে ছাড়িয়ে যেতে চায় সে। আর প্রচার সংখ্যার ক্ষেত্রে শব্দচয়নে একটু গ্যাপ রয়ে গেছে। প্রচার সংখ্যা মানে কী? একটা কাগজ দশজনে পড়ে একটা বিশ জনে পড়ে। তাহলে বিশজনে যেটা পড়ে সেটার প্রচার সংখ্যা বেশি। 'জনপ্রিয়তার শীর্ষে' এই দাবির তো কোনো মাপকাঠি নেই।

একটা পরিবর্তন এসেছে সংবাদপত্র শিল্পে। বুর্জোয়া সমাজে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। বড় বড় শিল্পপতিদের হাউস থেকে এখন সংবাদপত্র আসছে। পশ্চিমা বিশ্বেও তাই। ছোট কেউ আসছে না সংবাদপত্র শিল্পে। এটা ভালো।

ইত্তেফাকের স্ট্রেন্থ হলো সমস্ত বৈপরীত্য নিয়ে ইত্তেফাক টিকে আছে। আমার বাবা বলতেন মুসলমানরা এক জেনারেশন। বাবা মারা যাওয়ার পর এই ঘরেই আলোচনা হয়েছিল ইত্তেফাক টিকবে কিনা। আপনি সাংবাদিকতা পেশার লোক। আপনি ইত্তেফাকে দ্বন্দ্বের কথা শোনেন, মতবিরোধের কথা শোনেন, মত পার্থক্যের কথা শোনেন, এখানে ক্ষমতা ব্যবহারের কথা শোনেন, ক্ষমতা অপব্যবহারের কথা শোনেন। সবকিছুর পরেও ইত্তেফাক তার মর্যাদা নিয়ে টিকে আছে।

২০০০ : ক্ষমতার ব্যবহার বিষয়ে তাহলে একটি প্রশ্ন করি। বলা হয় আপনার মন্ত্রী হওয়ার পেছনে ইত্তেফাকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

মঞ্জু : এটা অনেকেই বলেন। বিবিসি'র এক সাংবাদিকও এ কথা বলেছেন আমাকে। আমি বলেছি তাই নাকি? ইত্তেফাকের তো আটজন মালিক। ইত্তেফাককে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তো আমি সবার পেছনে।

২০০০ : আপনি বলেছেন সাংবাদিকতায় কাজ করতে সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। যে পেশায় আপনি সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, সেই সাংবাদিকতা পেশা ছেড়ে রাজনীতিতে আসার প্রয়োজন মনে করেছিলেন কেন?

মঞ্জু : প্রয়োজন না তো। আমার ভাগ্যই আমাকে রাজনীতিতে টেনে এনেছে। এরশাদ সাহেব তো আমাকে চিনতেন না। সরকার গঠন করবে আওয়ামী লীগ, আমরা পেলাম ৩০টা সিট। আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। ডেকে নিয়ে মন্ত্রী বানিয়ে দিলেন। এরশাদ সাহেব সে গোসসা করছেন, আড়াই বছর যে তিনি আমাকে জুতা দিয়ে পার্লামেন্টের মধ্যে পেটাননি, আমি তো মনে করি এটাও আমার ভাগ্য।

২০০০ : মন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব সরাসরি আপনার কাছে এসেছিল।

মঞ্জু : আমাদের দলের কাছে প্রস্তাব আসেনি, কারণ দলের প্রয়োজন ছিল না। এরশাদ সাহেব যতই উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করেন না কেন যে, তার সমর্থনে মন্ত্রী হয়েছি, কাগজপত্র দেখান না, কোথায় আপনার সমর্থন ছিল, কোথায় আপনার কী ছিল। বরং শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার ফলে আপনি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

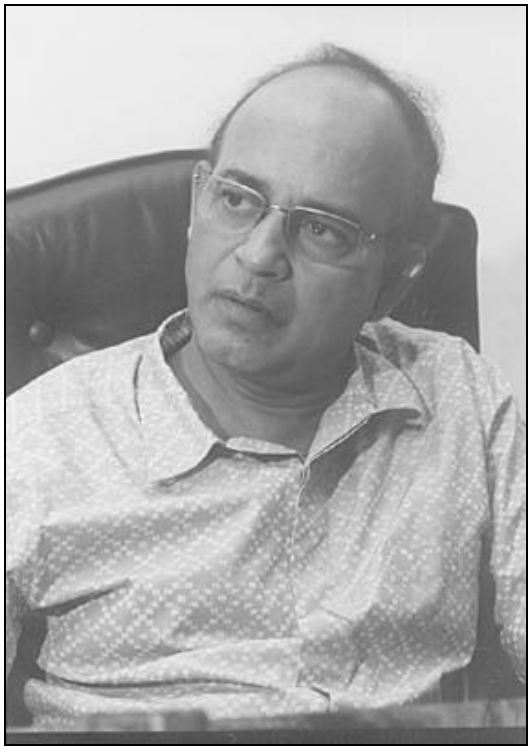

'হাটটিমাটিম না হটটিটিটি কী একটা পাখি আছে না? সে নাকি ঠ্যাং ওপরের দিকে দিয়ে ঘুমায়। আকাশ ভেঙে পড়লে ঠ্যাং দিয়ে ঠেকাবে। আমি তো হটটিটিটি পাখি'

২০০০ : মানুষ এখন রাজনীতিবিদ মানেই মনে করে খারাপ, ঘুষ খায়, চোর। আপনিও একজন মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ আপনার সম্পর্কেও নিশ্চয়...

মঞ্জু : আমার মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি নিয়ে তো কোনো রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না।

২০০০ : আমি বলছি সাধারণ মানুষ যেটা মনে করে।

মঞ্জু : সাধারণ মানুষ ধারণা করে পলিটিশিয়ান মানেই খারাপ, ঘুষ খায়। রিলেটিভলি আমার সম্পর্কে এমন ধারণা কম। কারণ আমার সম্পদ আছে।

২০০০ : আপনি তো গ্রেপ্তার হয়েছেন বেশ কয়েকবার।

মঞ্জু : বেগম জিয়া আমাকে চার চারবার গ্রেপ্তার করেছেন। কই কোনো দুর্নীতির মামলা তো আমার বিরুদ্ধে হয়নি। এটাও তো একটা লক্ষণীয় বিষয়।

২০০০ : সেটা লক্ষ্য রেখেই প্রশ্নটা করেছি।

মঞ্জু : আনোয়ার হোসেন মঞ্জু দুর্নীতি করলেও সে আইনের মধ্যে করেছে। আপনি যদি সচিবালয়ে গিয়ে সচিবদের সাক্ষাৎকার নেন, তাহলে দেখবেন তারা বলবে, 'নিয়মের মধ্যে পড়েনি এমন ফাইল স্যার সাইন করেনি।'

আর যো আপসে আপ আতা হায়, উয়ো তো হালাল হায়। আমি তার জন্যে কিছুই করলাম না, সে এসে বলল আপনি রাজনীতি করেন, আপনার পয়সা দরকার, এটা রাখেন। পয়সা তো আমার দরকার। আমি অস্বীকার করব কেন?

২০০০ : পয়সা কী নিজের জন্যে দরকার?

মঞ্জু : আমার নিজের জন্যে নয়, দল পরিচালনার জন্য পয়সা দরকার। এমনি সময়ে নয়, পয়সা দরকার নির্বাচনের সময়।

২০০০ : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে বলে আপনার মনে হয়?

মঞ্জু : সেটা তো বলতে পারব না। আমি ধরে নেব নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। যদি সুষ্ঠু নির্বাচন না হয় তাহলে হয়ত আমার সুবিধা হবে। যেমন চারদলীয় ঐক্যজোট ভেঙেছে। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বললাম এতে আপনার সুবিধা হয়েছে, আমারও সুবিধা হয়েছে। এই যে এরশাদ সাহেবের চারদলীয় জোট থেকে বেরিয়ে আসা এতে আমার জন্য সুবিধা হয়েছে। সব কিসমত, সব কপাল।

২০০০ : আপনার জাতীয় পার্টির কী কোনো জোটে যোগ দেয়ার সম্ভাবনা আছে?

মঞ্জু : ভাঙতেও পারে।

২০০০ : আপনাদের দুই জাতীয় পার্টি এবং ইসলামী দলগুলোর সমন্বয়ে একটি জোট হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে।

মঞ্জু : এই প্রশ্নের সত্যি উত্তর যদি আমি দেই তাহলে আপনারা সমালোচিত হবেন ছাপার জন্যে। আর আমিও সমালোচিত হবো বলার জন্যে। ইসলামী দলগুলো এরশাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ইসলামের যত ক্ষতি করেছে...। আমিও যদি ইসলামী দলের সঙ্গে যোগ দেই, তাহলে ইসলামী দলের নেতাদের পাসপোর্ট নিয়ে দেশ থেকে চলে যেতে হবে। এরশাদ সাহেব যদি ইসলামের সেবক হন, আর আনোয়ার হোসেন মঞ্জু যদি তার ধারক হয়ে যান তাহলে তো...। ইসলামী নেতাদের দেশ থেকে চলে যেতে হবে এবং বলতে হবে আর যে দেশেই যাই বাংলাদেশে ধর্মের কথা বলার দরকার নেই। এরশাদ-মঞ্জু দু'জনেই দেশবাসীকে নসিহত করার জন্য যথেষ্ট।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অবস্থা যে কী হয়েছে, সেটাও আমি বুঝতে পারছি না? তারা এরশাদ সাহেবকে দেয় ইসলামকে সেবা করার দায়িত্ব। যে এরশাদ সাহেবের কোনো নৈতিক অবস্থান নেই। এখন আমাকেও যদি নিয়ে গিয়ে বলে আসেন, আপনিও ইসলামের সেবা করেন... আমার তো কোনো ক্ষতি হবে না। রাজনীতি যখন করি তখন ক্ষমতায় যাওয়ার একটা টার্গেট তো থাকবেই। আমরা তো আর রামকৃষ্ণ মিশন খুলি নি। যদি দেখা যায়, যোগ দিলে ক্ষমতায় যাওয়া যাবে, তাহলে না হয় গেলাম। বারে বারে বলা হয় সিট পাবেন কয়টা? ৩০টা। এখন এরশাদ সাহেব বলেন ২০টা। তাহলে তো আর ক্ষমতায় যাওয়া যাবে না। তালি লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হবেন।

২০০০ : তার মানে একটা জোট...

মঞ্জু : দেখি বড় কোনো পার্টির সঙ্গে কী হয়। আবার ছোট পার্টি হিসেবেও থেকে যেতে পারি। মেনন আছে, রনো আছে। এরা যেমন ছোট ছোট দল নিয়ে বড় বড় কথা বলে। হয়তো আমিও সেদিকে চলে যেতে পারি। হঠাৎ শুনবেন ছোট দল কিন্তু বড় বড় কথা। মেনন, রনো, ড. কামাল, অধ্যাপক মোজাফফর সাহেব যা বলেন সেটাই নিউজ। আমি সে পর্যায়ে এসেছি কিনা জানি না। যদি এসে থাকি তাহলে আমিও সেই অপশনে যেতে পারি। ছোট দল নিয়ে বড় বড় কথা বলব। তারা যেমন বলে। ভালো ভালো কথা বলব। মানুষ জানবে যে, এই কথাগুলো বাস্তবায়নের ক্ষমতা আমার নেই।

২০০০ : আগামী নির্বাচনে কয়টি আসন পাবেন বলে আশা করছেন?

মঞ্জু : নির্বাচন এমন জিনিস, কিছু বলা কঠিন। জনগণ অনেক সময় সাধারণ কারণেও ভোট দেয় না। ভোট শুড নট বি টেকেন ফর গ্যারান্টেড।

২০০০ : টার্গেট কয়টি আসন?

মঞ্জু : টার্গেট তো ৩০০ই। ১৫১টি পেলে খুব খুশি হবো। সরকার গঠন করব। দেশ চালাব। আমরা রবীন্দ্রনাথের ঐ 'ছোট আশা, ছোট বাসা' কথার সঙ্গে একমত নই। আমাদের কথা হলো বড় আশা, বড় বাসা। আমরা তো ক্যাপিটালিস্ট। এই আশাকে যখন মাঠে নিয়ে আসি তখন আমরা যে খুব একটা বেশি উৎসাহিত বোধ করি তা নয়।

বাস্তবে কয়টা আসন পাব? আমারটা পাব কিনা? এগুলো নিয়ে রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে আমার কথা হয়। এক রাষ্ট্রদূত আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কয়টা সিট পাবে?' আমি বললাম একটাও না। 'তোমারটাও পাবে না?' আমি বললাম না। এই উত্তর শুনে তারা মনে করে আমি মনে হয় রসিকতা করছি।

২০০০ : '৯৬-এর মতো আগামী নির্বাচনের পর সরকার গঠনের সময় ট্রাম্পকার্ড হিসেবে আবির্ভূত হবেন আপনি? আমি আপনার মন্তব্য জানতে চাইছি।

মঞ্জু : আপনি দোয়া করবেন, আগামী নির্বাচনের পর সরকার গঠনের সময় আমি যেন ট্রাম্পকার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারি।

২০০০ : আমি জানতে চাইছি এমন সম্ভাবনা আছে কিনা?

মঞ্জু : বললাম তো, আপনি দোয়া করবেন।

২০০০ : রাজনীতি করতে গিয়ে যে কথাগুলো বলেন, তার কতটা আপনি বিশ্বাস করেন?

মঞ্জু : যা বলি তার এক'শ ভাগ আমি বিশ্বাস করি। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন সেই বিশ্বাস আপনি কতটা রক্ষা করতে পারেন? নিশ্চয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপস করতে হয়। এই জন্যে আমরা বলি একটা সীমার মধ্যে থাকার কথা। সীমা যেন অতিক্রম না হয়। আমি কখনো সীমা অতিক্রম করি না।

২০০০ : বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত যত রাষ্ট্রপ্রধান এসেছেন তাদের কাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

মঞ্জু : যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তাদের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা রাখতে হবে। আর নির্বাচনের বাইরে যারা ক্ষমতায় এসেছেন তারা মূল্যায়নের তোয়াক্কা করে না।

'আমি ধরে নেব নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। যদি সুষ্ঠু নির্বাচন না হয় তাহলে হয়ত আমার সুবিধা হবে। যেমন চারদলীয় ঐক্যজোট ভেঙেছে। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বললাম এতে আপনার সুবিধা হয়েছে আমারও সুবিধা হয়েছে'

২০০০ : নির্বাচনের বাইরে যাদের কথা বলছেন তারাও তো পরবর্তীতে নির্বাচন করেছে।

মঞ্জু : না, নির্বাচন করেনি। এরশাদ সাহেবের সরকারে আমরাই তো ছিলাম। সেটা ছিল ম্যানেজ করা নির্বাচন। জনগণের মতামত প্রতিফলিত হয়নি সেই নির্বাচনে।

২০০০ : জেনারেল জিয়াও তো নির্বাচন...

মঞ্জু : এগুলোর কোনোটাই নির্বাচন ছিল না। তারা নির্বাচন নির্বাচন খেলা খেলেছে। মুখে যাই বলুক না কেন তাদের ক্ষমতার উৎস জনগণ ছিল না।

২০০০ : শেষ প্রশ্ন। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর আপনি ইত্তেফাকে একটি লেখা লিখেছেন। আজ এত বছর পর সেই লেখা বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

মঞ্জু : তখন আমার বয়স কত ছিল? আমি তখন অত্যন্ত নগণ্য ব্যক্তি। আমার লেখা বা মতামত তখন কাউকে প্রভাবিত করেনি।

২০০০ : কিন্তু সেই লেখা এখনো রেফারেন্স হিসেবে বিভিন্ন সময় আলোচনায় আসে। আপনি কী লিখে ভুল করেছিলেন বলে মনে করেন?

মঞ্জু : না না ভুলের বিষয় নয়। আমি আজ পর্যন্ত সামান্য যা কিছু লিখেছি তার কোনো কিছুই নৈতিকতা বা মানবতা বিরোধী নয়।

ছবি : **ডেভিড বারিকদার**
প্রচ্ছদ : ফটো কোলাজ